

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্বতঃ শার্ঙ্গধ্বিনে ।

শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ॥

অর্থাৎ শঠতাপূর্বকও যদি কেহ শার্ঙ্গধ্বী শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করে, তাহার শতজন্মসঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হইয়া থাকে। এতাদৃশ মহিমান্বিত সেই নমস্কারটিও যে জন করে না, সেইসকল পাপিগণকে আনয়ন কর; যেহেতুক তাহারা অসৎ। যাহারা শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধি কোনও কার্য্যই করে না, তাহারা অশ্রদ্ধা সঙ্গুণযুক্ত হইলেও অসৎ। এই অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণের বেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

স কৰ্ত্তা সৰ্ব্বধৰ্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব ।

স কৰ্ত্তা সৰ্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

পাপং ভবতি ধৰ্ম্মোহপি তবাত্মৈক্যে কৃতো হরে ।

নিঃশেষধৰ্ম্মকৰ্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে ॥

সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ।

হে কেশব! যে জন তোমার ভক্ত, সে জন নিখিল ধর্ম্মের কৰ্ত্তা, অর্থাৎ তোমাকে ভক্তি করিলে নিখিল ধর্ম্মই করা হয়। হে অচ্যুত! যে জন তোমাকে ভক্তি করে না, সে জন নিখিল পাপে পাপীয়াণ। হে হরে! তোমাতে ভক্তিহীন জনসকল যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যদি তোমাকে ভক্তি না করে, তাহা হইলে সেই অভক্তজন সর্বদা নরকে বাস করে। আর তোমাতে ভক্তিমানজন ব্রহ্মহত্যা করিয়াও সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধৰ্ম্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধৰ্ম্মোহপি পাপং স্ত্রান্নংপ্রভাবতঃ ॥

আমার জন্ম কৃত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয়, আবার আমাকে অনাদর করিয়া কৃত ধর্ম্মও মৎপ্রভাবে পাপরূপে পরিণত হয়—এ সমস্ত বাক্যগুলিই যুক্তিযুক্ত। যেহেতুক, শ্রবণ কীর্ত্তনধ্যান শ্রবণ মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যা-বনতিদাস্ত্যং সখ্যাত্মসমর্পণম্ ॥ নগাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ। শ্রীনারদঃ। ৭।১১।১১ শ্লোকে শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—মহাপুরুষ মাত্রের পরমাত্মায় শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্ত্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধ ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতার মধ্যে মুখ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়া আছে। অর্থাৎ সকল